রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**শনিবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০২২**

**[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৮ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

**এস. আর. ও. নং ৩৬৩-আইন/২০২২।**—প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪৪, ধারা ৩১ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন);

(খ) "কমিশন" অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

(গ) "চেয়ারপার্সন" অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত প্রতিযোগিতা তহবিল; এবং

(ঙ) "সচিব" অর্থ কমিশনের সচিব।



**মূল্য :** টাকা ৮.০০

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরি**।—(১) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খাতে সচিব তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরির আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) সকল মঞ্জুরিকৃত অর্থ একাউন্ট পেয়ি চেক (Account Payee Cheque) বা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে, তবে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগকৃতগণের পারিশ্রমিক নগদ অর্থে প্রদান করা যাইবে।

(৩) কমিশনের দৈনন্দিন ব্যয়ভার ও জরুরি কাজ নিষ্পত্তিকল্পে কমিশনে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার একটি খুচরা নগদ তহবিল (Imprest money) সংরক্ষণ করা যাইবে এবং উক্ত তহবিল হইতে অর্থ উপযুক্ত বিল বা রশিদের মাধ্যমে ব্যয় করিয়া উক্ত তহবিল পুনর্ভরণ করা যাইবে।

(৪) ভবিষ্যতে নগদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে, কমিশন কর্তৃক উহা নির্ধারণপূর্বক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করা যাইবে।

৪। **ব্যাংক হিসাব পরিচালনা**।—(১) ব্যাংক হইতে কমিশনের জমাকৃত অর্থ চেয়ারপার্সন এবং সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে এবং উক্ত হিসাব পরিচালনার জন্য তাহারা যৌথভাবে কমিশনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ প্রয়োজনে, কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে চেয়ারপার্সনের পরিবর্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন এবং সচিবের পরিবর্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবকে কমিশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার সাময়িক দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

৫। **তহবিলের ব্যয়ের খাতসমূহ**।—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তহবিলে জমাকৃত অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথা :—

(ক) প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সরেজমিন বা অন্য কোনো উপায়ে অনুসন্ধান, তদন্ত, তদারকি, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) কমিশন কর্তৃক কোনো তদন্ত বা কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞের সম্মানি প্রদান;

(গ) কমিশনের পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়সহ বিজ্ঞ আইনজীবীর জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্মানি হিসাবে প্রদান;

(ঘ) কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত কোনো কার্যাদি সম্পন্নের জন্য খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ অথবা পরামর্শকের সম্মানি প্রদান;

(ঙ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা বা উপজেলায় প্রতিযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা, যদি থাকে, প্রদান;

(চ) বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য এবং কর্মচারীগণের সরকারি কাজে বিদেশ সফর, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার বা কর্মশালা, ইত্যাদি আয়োজনের ব্যয় নির্বাহকরণ;

(ছ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩১ এর বিধান অনুযায়ী কমিশন উহার কোনো কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এইরূপ নব-প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্মানি হিসাবে নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদান;

(জ) প্রতিযোগিতা, শুদ্ধাচার এবং সু-শাসন বিষয়ক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃত স্বরূপ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখার সংস্কৃতি উৎসাহিতকরণে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে পুরস্কার, প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদান;

(ঝ) বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুসারে গৃহীতব্য ব্যবস্থা এবং উহা প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন;

(ঞ) প্রতিযোগিতা আইন সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংবলিত পুস্তিকা, আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল, সাময়িকী, ইত্যাদির প্রকাশনা ও মুদ্রণ;

(ট) আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;

(ঠ) কমিশনের আর্কাইভ ও লাইব্রেরিতে সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা আইনের সহিত সম্পর্কিত অর্থনীতি, বাণিজ্য, আইনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই, জার্নাল, ডিজিটাল উপকরণ (দেশি ও আন্তর্জাতিক) ক্রয় ও গ্রাহক চাঁদা প্রদান;

(ড) আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাঁদা প্রদান; এবং

(ঢ) কমিশনের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যয় নির্বাহ।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ব্যয় কমিশন, সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, নির্বাহ করিবে।

৬। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারি হিসাব প্রস্তুত, ইত্যাদি**।—(১) কমিশন উহার সকল আয় ও ব্যয়ের পৃথক খাতওয়ারি হিসাব প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) তহবিলের অর্থের আয়-ব্যয়ের বিবরণী, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে, সচিব বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী কমিশনের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আদেশক্রমে
**প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী**
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd